Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সৈয়দা জান্নাতুন নাহার

রোলঃ 227021281

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সৈয়দা জান্নাতুন নাহার

রোলঃ 227021281

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সৈয়দা জান্নাতুন নাহার, আইডিঃ 227021281 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Syeda Jannatun Nahar

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সৈয়দা জান্নাতুন নাহার

আইডিঃ 227021281

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা

আল্লাহ তাআলা মানবসৃষ্টির ধারা শুরু করেছেন আদি পিতা হজরত আদম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে। আল্লাহ তাকে নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তার ভেতর রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। আর এভাবেই আল্লাহ তাআলা প্রথম মানব সৃষ্টি করেন।

তাকে সৃষ্টির পর আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মানিত করেছেন। ফিরিশতাদের আদেশ করেছেন তাকে সিজদা করতে। সকল ফিরিশতা তাকে সিজদা করেন; শুধু ইবলিস ছাড়া। এ অপরাধে আল্লাহ তাআলা তাকে অভিশপ্ত ঘোষণা করেন, জান্নাত থেকে চিরতরে বহিষ্কার করেন।

হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম

পবিত্র কোরআনুল কারিমে হযরত আদম আ.-এর নাম ২৫ বার এসেছে। কোরআন মাজিদে পয়গম্বরগণের আলোচনায় সর্বপ্রথম হযরত আদম আ.-এর আলোচনা এসেছে। সূরা বাকারা, আরাফ, ইসরা, কাহাফ এবং তৃহায় তাঁর নাম, গুণাবলী ও কার্যাবলীর আলোচনা হয়েছে। সূরা হিজর ও ছোয়াদে শুধু গুণাবলী এবং সূরা আল- ইমরান, মায়েদা, মাবইয়াম এবং ইয়াসিনে আনুসাঙ্গিকরূপে শুধু নামের উল্লেখ করা হয়েছে।

আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সৃষ্টি

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ

َيَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون

"স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি। তারা বলল: আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্মৃতি ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি যা জানি তোমরা জান না।" এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর তিনি সমুদয় ফেরেশতার সম্মুখে তা প্রকাশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এ সবের নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও! তারা বলল, আপনি মহান, পবিত্র! আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

তিনি বললেন, হে আদম। তাদেরকে এ সবের নাম বলে দাও। যখন সে তাদেরকে এ সবের নাম বলে দিল তিনি বললেন আমি কি তোমাদের বলি নি, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা প্রকাশ কর আর যা গোপন কর, আমি তা-ও জানি? আর যখন ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো! তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এবং আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথায় ইচ্ছে আহার করো; কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। তা হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু শয়তান সেখান থেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদের বিতাড়িত করল। আমি বললাম তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও আর পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের রইল বসবাস ও জীবিকা।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إن مثل عِيسَى عِندَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فيكون .

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো; তিনি তাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বললেন, হও; ফলে সে হয়ে গেল। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৯] ৫৯১)।

আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদের আকৃতি দিয়েছি। এরপর ফিরিশতাদের বলেছি, তোমরা আদমকে সিজদা করো। অতঃপর তাঁরা সিজদা করেছে, ইবলিস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তিনি বললেন, কীসে তোমাকে বাধা দিয়েছে যে সিজদা করছ না-যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি? সে বলল, আমি তারচেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে। তিনি বললেন, সুতরাং তুমি এখান থেকে নেমে যাও। তোমার এই অধিকার নেই যে, এখানে তুমি অহংকার করবে। সুতরাং বের হও। নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। সে বলল, সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, যেদিন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। তিনি বললেন, নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। সে বলল, আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব। তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে; আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। তিনি বললেন, তুমি এখান থেকে বের হও লাঞ্ছিত বিতাড়িত অবস্থায়। অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে যে তোমার অনুসরণ করবে, আমি তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেবোই। আর হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস করো। অতঃপর তোমরা আহার করো যেখান থেকে চাও এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না।

আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর - জান্নাত থেকে বের হওয়া

আদম আলাইহিস সালাম যেই জান্নাতে প্রবেশ করেছিলেন, তার অবস্থান আসমানে না জমিনে-এ ব্যাপারে যে মতভেদ রয়েছে, তা বিস্তারিত আলোচনা ও নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। জমহুর উলামার মতে, তা হচ্ছে আসমানে অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং বিভিন্ন হাদিসে যার ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা এক আয়াতে ইরশাদ করেন-

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ .

আমি বললাম, হে আদম, তুমি এবং তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস করো। [সুরা বাকারা, আয়াত: ৩৫]

আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে যে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছিলেন তা 'জান্নাতুল খুলদ' তথা অনন্ত জান্নাত ছিল না। কারণ, নির্দিষ্ট একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করে সেখানেও তাঁর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। তিনি সেখানে নিদ্রাও যান, সেখান থেকে তাঁকে বহিষ্কারও করা হয় এবং ইবলিসও তাঁর নিকট সেখানে উপস্থিত হয়। এই সবগুলো বিষয়ই তা যে জান্নাতুল মাওয়া ছিল না তাই নির্দেশ করে। এ অভিমতটি উবাই ইবনু কাব, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওহাব ইবনু মুনাব্বিহ ও সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত।

ইবনু আবি হাতিম রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, উবাই ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে দীর্ঘকায় এবং ঘন কেশবিশিষ্ট পুরুষরূপে সৃষ্টি করেছেন;
যেন তিনি ছিলেন দীর্ঘ এক খেজুর গাছ। তারপর যখন তিনি বৃক্ষ-ফল আস্বাদন করেন, তখন দেহ থেকে তাঁর পোশাক খসে পড়ে। তখন সর্বপ্রথম তাঁর যে অঙ্গটি প্রকাশ পেয়েছিল তা হলো তাঁর লজ্জাস্থান। নিজের লজ্জাস্থান দেখে তিনি জান্নাতের মধ্যে দৌড়াতে শুরু করলেন। একপর্যায়ে তাঁর চুল একটি বৃক্ষে আটকে গেল। ফলে তিনি তা টেনে নিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে লক্ষ করে বললেন, আদম, তুমি কি আমার থেকে পালিয়ে যাচ্ছ? আল্লাহর কথা শুনে আদম আলাইহিস সালাম বললেন, পালাচ্ছি না হে আমার রব, লজ্জায় এমনটি করছি।

ইরশাদ। ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلى حِين .

তিনি বললেন, তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু এবং জমিনে তোমাদের জন্য ক্ষণস্থায়ী আবাস ও ভোগ-উপকরণ রয়েছে।

[সুরা আরাফ, আয়াত: ২৪]

আদম আলাইহিস সালাম, হাওয়া আলাইহাস সালাম ও ইবলিসকে সম্বোধন করে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কারও কারও মতে, তাদের সাথে একটি সাপও এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সীমালঙ্ঘন করার অপরাধে তাদেরকে জান্নাত থেকে নেমে যাওয়ার এই আদেশ দেওয়া হয়।

আদম ও হাওয়া আলাইহুমাস সালামের সাথে সাপের উল্লেখের স্বপক্ষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস পেশ করা হয়ে থাকে। তা হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাপ হত্যার আদেশ দিয়ে বলেন, যেদিন এদের সাথে আমরা লড়াই করেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তাদের সাথে আর সন্ধি করিনি।

(মুসনাদে আহমাদ: খন্ড-২)

ইবনু আবি হাতিম রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আদম আলাইহিস সালামকে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী দাহনা নামক স্থানে নামিয়ে দেওয়া হয়। হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আদম আলাইহিস সালামকে ভারতে, হাওয়া আলাইহাস সালামকে জিদ্দায় এবং ইবলিসকে বসরা থেকে মাইল কয়েক দূরে দস্তমিসান নামক স্থানে নামিয়ে দেওয়া হয় আর সাপটিকে নামিয়ে দেওয়া হয় ইসপাহানে।

সুদ্দি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আদম আলাইহিস সালাম ভারতে অবতরণ করেন। আসার সময় হাজরে আসওয়াদ ও জান্নাতের একমুঠো পাতা নিয়ে আসেন এবং এই পাতাগুলো ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেন। ফলে সে দেশে সুগন্ধির গাছ উৎপন্ন হয়। ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আদম আলাইহিস সালামকে সাফায় এবং হাওয়া আলাইহাস সালামকে মারওয়ায় নামিয়ে দেওয়া হয়। ইবনু আবি হাতিম এই তথ্যটিও বর্ণনা করেছেন।

আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথোপকথন

ইমাম তিরমিজি ও নাসায়ি রাহিমাহুমাল্লাহ ভিন্ন সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা কা সূত্রে রন। ইমামতি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসটি গরিব পর্যায়ের। বাজজারও ভিন্ন সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আদম আলাইহিস সালাম ও মুসা আলাইহিস সালাম বাদানুবাদে লিপ্ত হন। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে আদম আলাইহিস সালাম, আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদের সর্বনাশ করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করিয়ে এনেছেন। উত্তরে আদম আলাইহিস সালাম তাঁকে বললেন, আপনি তো সেই মুসা, আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর কালাম দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। কখনো বলেছেন, তাঁর রিসালাতের জন্য এবং তিনি নিজ হাতে আপলোকে মনোনীত করেছেন। আপনি কি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য তিরস্কার করছেন, যা আমাকে সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই আমার নামে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যুক্তি-তর্কে আদম আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালামের ওপর জয়লাভ করেন। আদম আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালামের ওপর জয়লাভ করেন। আদম আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালামের ওপর জয়লাভ করেন।

মুসনাদে আহমাদ; খন্ড ০২

হাদিসে আদম আ.-এর সৃষ্টি প্রসঙ্গ

ইমাম আহমদ বলেন, আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে সমগ্র পৃথিবী থেকে সংগৃহীত একমুষ্টি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাই মাটি অনুপাতে আদমের সন্তানদের

কেউ হয় সাদা, কেউ হয় গৌরবর্ণ, কেউ হয় কালো, আবার কেউ হয় মাঝামাঝি বর্ণের। আবার কেউ হয় নোংড়া, কেউ হয় পরিচ্ছন্ন, কেউ হয় কোমল, কেউ হয় পাষাণ, কেউ-বা এগুলোর মাঝামাঝি। ঈষৎ শাব্দিক পার্থক্যসহ তিনি ভিন্ন সূত্রে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

আজরাইল আলাইহিস সালাম মাটি নিয়ে উপস্থিত হলে আল্লাহ তাআলা মাটিগুলো ভিজিয়ে নেন। এতে তা আটালো হয়ে যায়। তারপর ফিরিশতাদের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা দেন-

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ من رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ .

আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে। অতএব যখন আমি তাঁকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবো এবং তার মধ্যে আমার রুহ ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা তাঁর জন্য সিজদাবনত হও। [সুরা হিজর, আয়াত: ২৮-২৯/

তারপর আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেন, যাতে ইবলিস তাঁর ব্যাপারে অহংকার করতে না পারে। তারপর মাটির তৈরি এই মানব দেহটি থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত (যা জুমআর দিনের অংশ বিশেষ ছিল) ২৫। একইভাবে পড়ে থাকে। তা দেখে ফিরিশতারা ঘাবড়ে যান। সবচেয়ে বেশি ভয় পায় ইবলিস। সে তাঁর পাশ দিয়ে আনাগোনা করত এবং তাঁকে আঘাত করত। ফলে দেহটি ঠনঠনে পোড়া মাটির মতো শব্দ করত। এ কারণেই মানব সৃষ্টির

উপাদানকে صلصال كالفخار তথা পোড়ামাটির মতো ঠনঠনে মাটি বলে

অভিহিত করা হয়েছে। ইবলিস তাঁকে বলত, তুমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছ।

আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুই ছেলে হাবিল ও কাবিলের ঘটনা

তাফসীর গ্রন্থে আমরা সুরা মায়েদার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই কাহিনি সম্পর্কে যথেষ্ট তাফসির গ্রন্থে আলোচনা করেছি। এখানে শুধু পূর্বসূরি ইমামগণ যা বলেছেন তার সারাংশ উল্লেখ করব।

সুদ্দি রাহিমাহুল্লাহ ইবন আব্বাস ও ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-সহ কতিপয় সাহাবির সূত্রে বর্ণনা করেন, আদম আলাইহিস সালাম এক গর্ভের পুত্র সন্তানের সঙ্গে অন্য গর্ভের কন্যা সন্তানকে বিয়ে দিতেন। হাবিল সেমতে কাবিলের যমজ বোনকে বিয়ে করতে মনস্থ করে। কাবিল বয়সে হাবিলের চেয়ে বড় ছিল। আর তার বোন ছিল অত্যধিক রূপসী

তাই কাবিল ভাইকে না দিয়ে নিজেই আপন বোনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইল এবং আদম আলাইহিস সালাম হাবিলের সাথে তাকে বিবাহ দেওয়ার আদেশ করলে সে তা অগ্রাহ্য করল। ফলে আদম আলাইহিস সালাম তাদের দুজনকে কুরবানি করার আদেশ দিয়ে নিজে হজ করার জন্য মক্কায় চলে গেলেন। যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি আসমানসমূহকে তাঁর সন্তানদের দেখাশোনার দায়িত্ব দিতে চাইলেন; কিন্তু তারা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাল। জমিন এবং পাহাড়- পর্বতকে তা নিতে বললে তারাও অস্বীকৃতি জানাল। অবশেষে কাবিল এই দায়িত্বভার গ্রহণ করল।

তারপর আদম আলাইহিস সালাম চলে গেলে তারা তাদের কুরবানি করল। হাবিল একটি মোটা-তাজা বকরি কুরবানি করলেন। তার অনেক বকরি ছিল। আর কাবিল কুরবানি করল নিজের উৎপাদিত নিম্নমানের এক বোঝা শস্য।

তারপর আগুন হাবিলের কুরবানি গ্রাস করে নিল আর কাবিলের কুরবানি অগ্রাহ্য করল। এতে কাবিল ক্ষেপে গিয়ে বলল, তোমাকে আমি হত্যা করেই ছাড়ব: যাতে করে তুমি আমার বোনকে বিয়ে করতে না পারো। উত্তরে হাবিল বললেন, আল্লাহ তাআলা কেবল মুত্তাকিদের কুরবানিই কবুল করে থাকেন।

এর কিছুদিন পর হাবিল পশুপাল নিয়ে বাড়ি ফিরতে বিলম্ব করলেন। ফলে আদম আলাইহিস সালাম তাঁর ভাই কাবিলকে বললেন, দেখো তো ওর আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? কাবিল গিয়ে হাবিলকে চারণ ভূমিতে দেখতে পেয়ে তাকে বলল, তোমার কুরবানি কবুল হলো আর আমারটি হয়নি। হাবিল বললেন, আল্লাহ কেবল মুত্তাকিদের কুরবানিই কবুল করে থাকেন। এ কথা শুনে চটে গিয়ে কাবিল সাথে থাকা একটি লোহার টুকরো দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেলে।

কেউ কেউ বলেন, কাবিল ঘুমন্ত অবস্থায় হাবিলকে একটি পাথরখণ্ড নিক্ষেপে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। কেউ কেউ বলেন, কাবিল সজোরে হাবিলের গলা টিপে ধরে এবং হিংস্র পশুর মতো তাকে কামড় দেয়; ফলে তিনি মারা যান। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

কেউ কেউ উল্লেখ করেন, কাবিল হাবিলকে হত্যা করে এক বছর পর্যন্ত, অন্যদের মতে একশত বছর পর্যন্ত তাকে নিজের পিঠে করে রাখে। এরপর আল্লাহ তাআলা দুটি কাক প্রেরণ করেন। সুদ্দি রাহিমাহুল্লাহ সনদসহ কতিপয় সাহাবির বরাতে বর্ণনা করেন, দুই ভাই (ভাই-সম্পর্কীয় দুটি কাক) পরস্পর ঝগড়া করে একজন অপরজনকে হত্যা করে ফেলে। তারপর মাটি খুঁড়ে তাকে দাফন করে রাখে। তখন কাবিল এই দৃশ্য দেখে বলল, يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ এরপর সে কাকের মতো হাবিলকে দাফন করে দিলো।

আদম আ.-এর মৃত্যু ও পুত্র শিস আ.-এর প্রতি অসিয়ত

শিস অর্থ আল্লাহর দান। হাবিলের নিহত হওয়ার পর তিনি এই সন্তান লাভ মাইলেন বলে আদম ও হাওয়া আলাইহুমাস সালাম তাঁর এই নাম রেখেছিলেন।

আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা একশ চারখানা সহিফা (পুস্তিকা) নাজিল আছেন। তন্মধ্যে পঞ্চাশটি নাজিল করেছেন শিস আলাইহিস সালামের ওপর।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বলেন, মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আদম আলাইহিস সালাম এর পুত্র শিস আলাইহিস সালামকে অসিয়ত করেন, তাঁকে রাত ও দিবসের ক্ষণসমূহ এবং সেসব ক্ষণের ইবাদতসমূহ শিখিয়ে যান ও ভবিষ্যতে ঘটিতব্য তুফান সম্পর্কে অবহিত করে যান। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আজকের সকল আদমসন্তানের বংশধারা শিস পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায় এবং শিস ব্যতীত আদম আলাইহিস সালামের অপর সব কটি বংশধারাই বিলুপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

কোনো এক জুমার দিন আদম আলাইহিস সালাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে রিশতাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাত থেকে কিছু সুগন্ধি ও কাফন নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করেন এবং তাঁর পুত্র এবং স্থলাভিষিক্ত শিস আলাইহিস সালামকে সানা দান করেন। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আর সাত দিন ও যত রাত পর্যন্ত চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ লেগে থাকে।

হজরত ইদরিস আলাইহিস সালাম

হজরত ইদরিস আ.-এর ঘটনা:

আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا .

আর স্মরণ করো এই কিতাবে ইদরিসকে। সে ছিল পরম সত্যনিষ্ঠ নবি। আর আমি তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় সমুন্নত করেছিলাম। (সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৬-৫৭)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইদরিস আলাইহিস সালামের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর নবি ও সিদ্দিক হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনিই হলেন, ওপরে বর্ণিত খানুখ। বংশ বিশেষজ্ঞদের অনেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের অন্যতম স্তম্ভ। আদম আলাইহিস সালাম ও শিস আলাইহিস সালামের পর তিনিই প্রথম আদমসন্তান-যাকে নবুওয়াত দান করা হয়েছিল।

আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.

আর আমি তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় সমুন্নত করেছিলাম। (সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৭)

এ প্রসঙ্গে সহিহ বুখারি ও মুসলিমে মিরাজ-সংক্রান্ত হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চতুর্থ আসমানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। ইবনু জারির রাহিমাহুল্লাহ হিলাল ইবনু ইয়াসাফ রাহিমাহুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেন, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার উপস্থিতিতে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেছেন, ইদরিস আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার

উক্তি وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا -এর অর্থ কী? উত্তরে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন,

আল্লাহ তাআলা ইদরিস আলাইহিস সালামের কাছে অহি প্রেরণ করেন, প্রতিদিন আমি আদমসন্তানদের সমস্ত আমলের সমপরিমাণ প্রতিদান দেবো। সম্ভবত তার সমকালীন মানব সন্তানদেরকেই বোঝানো হয়েছে। এতে তিনি তার আমল আরও বৃদ্ধি করতে আগ্রহী হয়ে পড়েন। এরপর তাঁর এক ফিরিশতা বন্ধু তার নিকট আগমন করলে তিনি তাকে বললেন, আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি এরূপ এরূপ অহি পাঠিয়েছেন। আপনি মালাকুল মাউত-এর সঙ্গে কথা বলুন, যাতে আমি আরও বেশি আমল করতে পারি। ফলে সেই ফিরিশতা তাঁকে তার দুই ডানার মধ্যে বহন করে আকাশে নিয়ে যান। তিনি চতুর্থ আসমানে পৌঁছলে তাঁর

সঙ্গে মালাকুল মাউত-এর সাক্ষাৎ ঘটে। ফিরিশতা তার সঙ্গে ইদরিস আলাইহিস সালামের বক্তব্য সম্পর্কে আলাপ করেন। মালাকুল মাউত বললেন, ইদরিস আলাইহিস সালাম কোথায়? জবাবে তিনি বললেন, এই তো তিনি আমার পিঠের ওপর। মালাকুল মাওত বললেন, আশ্চর্য! চতুর্থ আকাশে ইদরিস আলাইহিস সালামের রুহ কবজ করার আদেশ দিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হলে আমি ভাবতে লাগলাম, কীভাবে আমি চতুর্থ আকাশে তাঁর রুহ কবজ করব, অথচ তিনি পৃথিবীতে রয়েছেন। যাহোক, মালাকুল মাউত সেখানেই তাঁর রুহ কবজ করে ফেলেন।

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম

নূহ (আঃ)-এর পরিচয় :

আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। যার শেষদিকে ক্রমবর্ধমান মানবকুলে শিরক ও কুসংস্কারের আবির্ভাব ঘটে এবং তা বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে নবী ও রাসূল করে পাঠান। তিনি সাড়ে নয়শত বছরের দীর্ঘ বয়স লাভ করেছিলেন এবং সারা জীবন পথভোলা মানুষকে পথে আনার জন্য দাওয়াতে অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁর কওম তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে আল্লাহর গযবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপরে আরও কয়েকটি কওম আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে পরপর ধ্বংস হয়। এভাবে পৃথিবীতে আদি যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত ৬টি জাতির ঘটনা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে এবং কুরআনের মাধ্যমেই জগদ্বাসী তাদের খবর জানতে পেরেছে। যাতে মুসলিম উম্মাহ ও পৃথিবীবাসী তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। উক্ত ৬টি জাতি হ’ল- কওমে নূহ, ‘আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদইয়ান ও কওমে ফেরাঊন। অবশ্য কুরআনে এ তালিকায় কওমে ইবরাহীমের কথাও এসেছে (তওবাহ ৯/৭০)। যদিও তারা একত্রে ধ্বংস হয়নি। তবে ইবরাহীমের ভাতিজা লূত-এর কওম একত্রে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। আমরা এখানে প্রথমে নূহ (আঃ) ও তাঁর কওম সম্পর্কে আলোচনা করব।

নূহ (আঃ)-এর পরিচয় :

‘আবুল বাশার ছানী’ (ابوالبشرالثانى) বা মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা বলে খ্যাত নূহ (আলাইহিস সালাম) ছিলেন পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দশম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি ছিলেন দুনিয়াতে ১ম রাসূল।[1]

নূহ (আঃ)-এর চারটি পুত্র ছিলঃ সাম, হাম, ইয়াফিছ ও ইয়াম অথবা কেন‘আন।[2] প্রথম তিনজন ঈমান আনেন। কিন্তু শেষোক্ত জন কাফের হয়ে প্লাবনে ডুবে মারা যায়। নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতে তাঁর কওমের হাতেগণা মাত্র কয়েকজন ঈমানদার ব্যক্তি সাড়া দেন এবং তারাই প্লাবনের সময় নৌকারোহণের মাধ্যমে নাজাত পান। নূহের কিশতীতে কয়জন ঈমানদার ব্যক্তি আরোহণ করে নাজাত পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে কুরআনে বা হাদীছে কোন কিছুই বর্ণিত হয়নি। অমনিভাবে কিশতীটি কত বড় ছিল, কিভাবে ও কত দিনে তৈরী হয়েছিল, এসব বিষয়েও কিছু বর্ণিত হয়নি। এসব বিষয়ে যা কিছু বিভিন্ন তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে, সবকিছুর ভিত্তি হ’ল ইস্রাঈলী উপকথা সমূহ। যার সঠিক কোন ভিত্তি নেই।[3] ইমাম তিরমিযী হযরত সামুরা (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ’তে সূরা ছাফফাত ৭৭ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, নূহের প্লাবন শেষে কেবল তাঁর তিন পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফেছ-এর বংশধরগণই অবশিষ্ট ছিল।[4] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন যে,

سام أبو العرب وحام أبو الحبش و يافث أبو الروم.

‘সাম আরবের পিতা, হাম হাবশার পিতা এবং ইয়াফেছ রোমকদের (গ্রীক) পিতা’।[5]ইবনু আববাস ও ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, পরবর্তী মানব জাতি সবাই নূহের বংশধর’।[6]

আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ. ‘আমরা তার (নূহের) বংশধরগণকেই অবশিষ্ট রেখেছি’ (ছাফফাত ৩৭/৭৭)। ফলে ইহুদী-খৃষ্টান সহ সকল ধর্মমতের লোকেরা নূহ (আঃ)-কে তাদের পিতা হিসাবে মর্যাদা দিয়ে থাকে। সাম ছিলেন তিন পুত্রের মধ্যে বড়। তিনি ছিলেনأبو العرب বা আরব জাতির পিতা। তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই ছিলেন হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক এবং ইসমাঈলের বংশধর ছিলেন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। ইসহাকের বংশধরগণের মধ্যে ছিলেন ইয়াকূব, ইউসুফ, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ইউনুস, ইলিয়াস, ঈসা প্রমুখ নবী ও রাসূলগণ। হাম ও ইয়াফেছ-এর

বংশধরগণের নিকটে প্রেরিত নবীগণের নাম জানা যায়নি। তবে আরবদের মধ্যকার চারজন নবী ছিলেন হূদ, ছালেহ, শু‘আয়েব ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)।[7] অধিকাংশ ছাহাবীর মতে নূহ (আঃ) ছিলেন ইদরীস (আঃ)-এর পূর্বেকার নবী।[৪] তিনিই ছিলেন জগতের প্রথম রাসূল।[9] ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, তিনি চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত প্রাপ্ত হন এবং মহাপ্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত ছিলেন।[10] ফলে সুদীর্ঘকাল যাবত তিনি নবী হিসাবে শিরকে নিমজ্জিত হঠকারী কওমকে দাওয়াত দেন। প্লাবনের পর তাঁর সাথে নৌকারোহী মুমিন নর-নারীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে নতুনভাবে আবাদ শুরু হয় এবং তাদেরকে তিনি সত্যের পথে পরিচালিত করেন। এ কারণে তাঁকে ‘মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা’ বলা হয়।

আদম (আঃ) ৯৬০ বছর বেঁচে ছিলেন[11] এবং নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর জীবন পেয়েছিলেন (আনকাবূত ২৯/১৪)। উল্লেখ্য যে, আদম ও নূহ (আঃ)-এর দীর্ঘ বয়স আল্লাহর বিশেষ দান ও তাঁদের মু‘জেযা স্বরূপ ছিল। নূহ (আঃ)-এর পুরুষানুক্রমিক বয়স তাঁর ন্যায় দীর্ঘ ছিল না। নূহ (আঃ) ইরাকের মূছেল নগরীতে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে বসবাস করতেন। তারা বাহ্যতঃ সভ্য হ’লেও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি তাদের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২৮টি সূরায় ৮১টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[12]

[রেফারেন্সঃ
১]. মুসলিম হা/৩২৭ ‘ঈমান’ অধ্যায় ৮৪ অনুচ্ছেদ। রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
২]. কুরতুবী, সূরা আনকাবূত ১৪ আয়াতের ব্যাখ্যা।
৩]. দ্রঃ কুরতুবী টীকা সূরা হূদ ৩৮-৪০ আয়াত।]

৪] তাফসীর ইবনে কাছীর সূরা ছাফফাত ৭৭ আয়াতের ব্যাখ্যা।
৫]. তিরমিযী হা/৩২৩০-৩১; আলবানী সনদ ‘যঈফ’ বলেছেন; আহমাদ হা/১৯৯৮২ তাহকীকঃ হামযাহ আহমাদ; হাকেম ২/৫৪৬ পৃঃ; তিনি একে ‘ছহীহ’ বলেছেন ও যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।
৬]. ঐ।

৭]. মুহাম্মাদ সালামাহ জাবর, তারীখুল আম্বিয়া (কুয়েত : মাকতাবা ছাহওয়াহ ১৪১৩/১৯৯৩), পৃঃ ১৪৩-৪৪, ছহীহ ইবনু হিববান, আবু যর গেফারী হ'তে মরফূ সূত্রে; সনদ যঈফ।

৮]. বাহরে মুহীত-এর বরাতে তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৪৫২ সূরা আ'রাফ ৫৯-৬৪ আয়াত।

৯]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭২, 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।

১০]. কুরতুবী, ইবনু কাছীর; সূরা আনকাবূত ১৪-১৫ আয়াত।

১১]. তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৮ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী অত্র হাদীছকে 'হাসান ছহীহ' বলেছেন। অতঃপর 'সালাম' অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৪৬৬২ নং হাদীছটিকে তিনি 'হাসান গরীব' বলেছেন। যেখানে আদম (আঃ)-এর বয়স ৯৪০ বলা হয়েছে। ছাহেবে মিরক্বাত ও ছাহেবে তুহফা প্রথমোক্ত হাদীছকে 'অগ্রগণ্য' (أرجح) বলেছেন।

১২]. যথাক্রমে আলে ইমরান ৩/৩৩-৩৪; নিসা ৪/১৬৩; আন'আম ৬/৬, ৮৪; আ'রাফ ৭/৫৯, ৬৯, ১৩৩= ৩; তওবা ৯/৭০; ইউনুস ১০/৭১; হূদ ১১/২৫, ৩২, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৮৯= ৮; ইবরাহীম ১৪/৯; ইসরা ১৭/৩, ১৭; মারিয়াম ১৯/৫৮; আম্বিয়া ২১/৭৬; হজ্জ ২২/৪২; মুমিনূন ২৩/২৩; ফুরক্বান ২৫/৩৭; শো'আরা ২৬/১০৫, ১০৬, ১১৬; আনকাবূত ২৯/১৪-১৫; আহযাব ৩৩/৭; ছাফফাত ৩৭/৭৫, ৭৯; ছোয়াদ ৩৮/১২; গাফের/মুমিন ৪০/৫, ৩১-৩৩= ৪; শূরা ৪২/১৩; ক্বাফ ৫০/১২; যারিয়াত ৫১/৪৬; নাজম ৫৩/৫২; ক্বামার ৫৪/৯-১৬= ৮; হাদীদ ৫৭/২৬; তাহরীম ৬৬/১০; নূহ ৭১/১-২৮= ২৮। সর্বমোট = ৮১ টি।

তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা আদম (আঃ)-এর সময়ে ঈমানের সাথে শিরক ও কুফরের মুকাবিলা ছিল না। তখন সবাই তওহীদের অনুসারী একই উম্মতভুক্ত ছিল (বাক্বারাহ ২/২১৩)। তাঁর শরী'আতের অধিকাংশ বিধানই ছিল পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষের মধ্য শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে। নূহের কওম ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব ও নাস্র প্রমুখ মৃত নেককার লোকদের অসীলায় আখেরাতে মুক্তি পাবার আশায় তাদের পূজা শুরু করে। এই পূজা তাদের কবরেও হ'তে পারে, কিংবা তাদের মূর্তি বানিয়েও হ'তে পারে। মুহাম্মাদ ইবনু ক্বায়েস বলেন, আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়কালের এই পাঁচজন ব্যক্তি নেককার ও সৎকর্মশীল বান্দা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর ভক্ত অনুসারীগণকে শয়তান এই বলে প্ররোচনা দেয় যে, এইসব নেককার মানুষের মূর্তি সামনে থাকলে তাদের দেখে আল্লাহর প্রতি ইবাদতে অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ফলে তারা তাদের মূর্তি বানায়।

অতঃপর উক্ত লোকদের মৃত্যুর পরে তাদের পরবর্তীগণ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ঐ মূর্তিগুলিকেই সরাসরি উপাস্য হিসাবে পূজা শুরু করে দেয়। তারা এইসব মূর্তির অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত'।[13] আর এভাবেই পৃথিবীতে প্রথম মূর্তিপূজার শিরকের সূচনা হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, এই লোকগুলি হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগের নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের অনুসারীদের এই মর্মে ধোঁকা দিল যে, এঁদের বসার স্থানগুলিতে এক একটি মূর্তি বানাও ও তাদের নামে নামকরণ কর। লোকেরা তাই করল।
এই মূর্তিগুলি পরবর্তীকালে আরবদের মধ্যেও চালু ছিল। 'ওয়াদ' ছিল বনু কালবের জন্য দূমাতুল জান্দালে, সুওয়া' ছিল বনু হোযায়েলের জন্য, ইয়াগূছ ছিল বনু গুত্বায়েফ-এর জন্য জুরুফ নামক স্থানে, ইয়া'ঊক্ব ছিল বনু হামদানের জন্য এবং নাস্র ছিল হিমইয়ার গোত্রের বনু যি-কালা এর জন্য'।[14]

ইবনু আবী হাতেম-এর বর্ণনায় এসেছে যে, 'ওয়াদ' ছিল এদের মধ্যে প্রথম এবং সর্বাধিক নেককার ব্যক্তি। তিনি মারা গেলে লোকেরা তার প্রতি ভক্তিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শয়তান এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং লোকদেরকে তার মূর্তি বানাতে প্ররোচনা দেয়। ফলে ওয়াদ-এর মূর্তিই হ'ল পৃথিবীর সর্বপ্রথম মূর্তি, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার পূজা শুরু হয়'।[15]

অতএব পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক হ'ল নেককার মানুষের কবর অথবা তাদের মূর্তিপূজা। যা আজও প্রায় সকল ধর্মীয় সমাজে চালু আছে এবং বর্তমানে যা মুসলিম সমাজে স্থানপূজা, কবর পূজা, ছবি-প্রতিকৃতি, মিনার ও ভাষ্কর্য পূজায় রূপ নিয়েছে। উক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য ও তাদের প্রতি ভক্তি লোকদের হৃদয়ে এমনভাবে প্রোথিত হয়েছিল যে, তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনকালে তাদের নাম উল্লেখ করত। এতদ্ব্যতীত তারা নানাবিধ সামাজিক অনাচারে ডুবে গিয়েছিল। সম্প্রদায়ের এইরূপ পতন দশায় আল্লাহ তাদের হেদায়াতের জন্য নূহ (আঃ)-কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন (আ'রাফ ৭/৬১)।

[রেফারেন্সঃ] ১৩]. ইবনু কাছীর, সূরা নূহ। বুখারী মওকুফ সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হ'তে এটি বর্ণনা করেন 'তাফসীর' অধ্যায় হা/৪৯২০।
১৪]. বুখারী 'তাফসীর' অধ্যায় হা/৪৯২০; তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নূহ।
১৫]. তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নূহ স্বীয় কওমের প্রতি নূহ (আঃ)]

হজরত হুদ আলাইহিস সালাম

হুদ আলাইহিস সালাম এর পরিচয়:

তিনি হুদ ইবনু শালিখ ইবনু আরফাখশাজ ইবনু সাম ইবনু নুহ আলাইহিস সালাম। মতান্তরে হুদ-যার নাম ছিল আবির ইবনু আরফাখশাজ ইবনু সাম ইবনু নুহ আলাইহিস সালাম। অন্যমতে, হুদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু রাবাহ ইবনুল জারুদ ২। ইবনু আজ ইবনু আউস ইবনু ইরাম ইবনু সাম ইবনু নুহ আলাইহিস সালাম।

স্বীয় কওমের প্রতি দাওয়াত ও আল্লাহর আজাব এর ঘটনা

হজরত নুহ আলাইহিস সালামের মহাপ্লাবনের পর আদে উলা সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা আরম্ভ করে। তাদের মূর্তি ছিল তিনটি। যথা: এক. সাদদা, দুই. সামুদা, তিন, হাররা। আল্লাহ তাদের মাঝে হুদ আলাইহিস সালামকে নবিরূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন।

তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছ, আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং ত্যাগ করি আমাদের পিতৃপুরুষগণ যার ইবাদত করত? সুতরাং তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিচ্ছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

সে বলল, নিশ্চয় তোমাদের ওপর তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আজাব ও ক্রোধ পতিত হয়েছে। তোমরা কি এমন নামসমূহের ব্যাপারে আমার সাথে বিবাদ করছ, যার নামকরণ

করেছ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা, যার ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাজিল করেননি? সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর সাথে যারা ছিল, তাঁদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমত দ্বারা রক্ষা করেছি এবং তাদের মূল কেটে দিয়েছি, যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল। আর তারা মুমিন ছিল না। [সুরা আরাফ, আয়াত: ৬৫-৭২)

আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআ'লা বলেন;
যখন আমার আদেশ আসল, আমি হুদকে ও যারা তার সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমত দ্বারা রক্ষা করলাম এবং আমি কঠোর আজাব থেকে তাদেরকে নাজাত দিলাম। এই আদ জাতি, তারা তাদের রবের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং অমান্য করেছিল তাঁর রাসুলদের, আর তারা অনুসরণ করেছিল প্রত্যেক উদ্ধত, হঠকারীর নির্দেশ। আর এই দুনিয়ায় লানত তাদের পেছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিয়ামত দিবসেও। জেনে রাখো, আদ জাতি নিশ্চয় তাদের রবকে অস্বীকার করেছে। জেনে রাখো, হুদের কওম আদ জাতির জন্য রয়েছে ধ্বংস। (সুরা হুদ, আয়াত : ৫০-৬০]

আদ জাতি রাসুলগণকে অস্বীকার করেছিল, যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না? নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসুল। সুতরাং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং আমার আনুগত্য করো। আর এর ওপর আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; আমার প্রতিদান কেবল সৃষ্টিকুলের রবের নিকট। তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে বেহুদা স্তম্ভ নির্মাণ করছ? আর তোমরা সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা স্থায়ী হবে। আর তোমরা যখন কাউকে পাকড়াও করো, পাকড়াও করো স্বেচ্ছাচারী হয়ে। সুতরাং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং আমাকে অনুসরণ করো। আর তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন এমন কিছু দিয়ে, যা তোমরা জানো। তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা, আর উদ্যান ও ঝরনা দ্বারা। নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপর এক মহাদিবসের আজাবের ভয় করছি।
(সূরা শুআরা)

হজরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম

ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন একজন মহামানব ও নবী, যাকে ইসলাম ধর্মে "খলিলুল্লাহ" (আল্লাহর বন্ধু) উপাধি দেওয়া হয়েছে। তিনি ইসলাম, ধর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন নবী। তাঁর জীবনী বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তাঁর জীবনের প্রধান দিকগুলো তুলে ধরা হলো:

জন্ম ও পরিবার:

ইব্রাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন মেসোপটেমিয়ার (বর্তমান ইরাক) বাবিল এলাকায়, যেখানে প্রচলিত ছিল মূর্তিপূজা ও নক্ষত্রপূজা। তাঁর পিতার নাম ছিল আজার (কুরআনে উল্লেখিত), যিনি মূর্তি তৈরি করতেন।

তাওহীদের প্রচার

ইব্রাহীম (আ.) ছোটবেলা থেকেই মূর্তিপূজার বিরোধিতা করতেন এবং এক আল্লাহর অস্তিত্বের কথা চিন্তা করতেন। তিনি তাঁর জাতিকে তাওহীদের (একত্ববাদ) পথে ডেকেছিলেন এবং মূর্তিপূজা ও অন্ধবিশ্বাস থেকে তাদের ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।

কুরআনের বর্ণনা

ইব্রাহীম (আ.) একবার একটি উৎসবের সময় মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলেন এবং বড় মূর্তির গলায় কুঠার ঝুলিয়ে দেন। পরে তিনি জাতিকে বলেন, বড় মূর্তিই এটি করেছে, কারণ সে শক্তিশালী। এই যুক্তির মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছিলেন যে মূর্তিগুলো অসহায় এবং সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না।

তিনি নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যের পূজা পরিত্যাগ করে ঘোষণা করেছিলেন:
"আমি এক আল্লাহর প্রতি মুখ ফেরালাম, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।"
(সুরা আল-আনআম: ৭৯)

আগুনে নিক্ষেপ

ইব্রাহীম (আ.)-এর তাওহীদের প্রচারে বিরক্ত হয়ে শাসক নমরুদ তাঁকে বিশাল আগুনে নিক্ষেপের নির্দেশ দেন। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে আগুন ঠান্ডা হয়ে যায় এবং তিনি অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসেন।

হিজরত

ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর আদেশে তাঁর স্ত্রী সারাহ এবং ভাগিনা লুত (আ.)-কে নিয়ে বাবিল থেকে হিজরত করে ক্যানানে (বর্তমান ফিলিস্তিন) চলে যান। পরে তিনি মিসর ও মক্কাসহ বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন।

হাজিরা ও ইসমাঈল (আ.)

ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রথম স্ত্রী সারাহ সন্তানহীন ছিলেন। পরে তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হজরাহর গর্ভে ইসমাঈল (আ.)-এর জন্ম পান। আল্লাহর নির্দেশে তিনি হজরাহ ও ইসমাঈলকে মক্কার মরুভূমিতে রেখে আসেন। সেখানেই জমজম কূপের সৃষ্টি হয় এবং ইসমাঈল (আ.) আরবদের পূর্বপুরুষ হন।

কাবা নির্মাণ

ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.) আল্লাহর আদেশে মক্কায় কাবাঘর নির্মাণ করেন। কাবাঘর নির্মাণ শেষে তাঁরা দোয়া করেন:
"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।" (সুরা আল-বাকারা: ১২৭)

কুরবানি

ইব্রাহীম (আ.)-কে আল্লাহ পরীক্ষার জন্য স্বপ্নে তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার আদেশ দেন। ইব্রাহীম (আ.) বিনা দ্বিধায় আদেশ পালন করতে যান, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি একটি পরীক্ষা ছিল। আল্লাহ তাঁকে ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানি করার নির্দেশ দেন।

মৃত্যু

ইব্রাহীম (আ.) দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং আল্লাহর রাসূল হিসেবে পৃথিবীতে তাওহীদের বাণী প্রচার করেন। তিনি বর্তমান ফিলিস্তিনে ইন্তেকাল করেন এবং হেবরন এলাকায় সমাহিত হন। তাঁর মাজারটি এখনও ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে বিদ্যমান।

ইব্রাহীম (আ.)-এর গুরুত্ব

ইব্রাহীম (আ.)-এর জীবনের শিক্ষা তাওহীদ, ধৈর্য, আত্মত্যাগ ও আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসের উদাহরণ। তিনি মুসলমানদের জন্য হজ ও কুরবানির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে চিরকালীন প্রেরণা।

ধর্মীয় উৎসব:

মুসলিমরা ঈদুল আযহা পালন করেন তাঁর কুরবানির ঘটনার স্মরণে।

কুরআনের অনেক সুরায় তাঁর নাম ও ঘটনা বর্ণিত হয়েছে (বিশেষত সুরা ইব্রাহীম)।

হজরত লুত আলাইহিস সালাম

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জীবনে ঘটে যাওয়া (বিভীষিকাময়) এক বৃহৎ ঘটনা হলো কওমে লুতের ওপর আপতিত খোদায়ি গজব। কেননা, নবি লুত আলাইহিস সালাম

ছিলেন হজরত ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালামের ভাতিজা। তিনি ছিলেন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ভাই হারানের পুত্র। লুত ইবনু হারান ইবনু তারিখ। তারিখ হলেন প্রসিদ্ধ আজর। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামরা ছিলেন তিন ভাই- ইবরাহিম, হারান, তারিহ। হারানের পুত্রই হলেন নবি হজরত লুত আলাইহিস সালাম।

হজরত লুত আলাইহিস সালাম চাচা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আদেশ ও অনুমতিক্রমে আপন এলাকা ছেড়ে গাওর-জুগার অঞ্চলের সাদুম শহরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। সাদুম ছিল সে অঞ্চলের কেন্দ্রীয় শহর। শহরের আশপাশে ছিল চাষী জমিন ও আরও কিছু গাও-গ্রাম। কিন্তু সেখানকার মানুষজন ছিল অতিমাত্রায় খারাপ, নিকৃষ্ট পর্যায়ের কাফির। ভেতর ও বাহিরে অসভ্য। চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা-সহ এমন কোনো অসভ্যতা ছিল না, যা তারা করত না। অশ্লীলতা এমন সামাজিকরূপ পেয়েছিল যে, প্রকাশ্য অপকর্মেও কেউ বাধা দিত না। তারা এমন এক অপকর্মের (সমকামিতা) সূচনা করেছিল যা পৃথিবীতে ইতিপূর্বে আর কোনো মানুষ করেনি। নারী-পুরুষ স্বাভাবিক বিবাহ বন্ধন থেকে তারা সরে গিয়েছিল দূর বহুদূরে। সমকামিতাই তাদের নেশা ও পেশায় পরিণত হয়ে পড়েছিল।

এহেন পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত উম্মাতাল সম্প্রদায়কে আল্লাহর নবি হজরত লুত আলাইহিস সালাম আহ্বান করলেন লা-শারিক আল্লাহর দিকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত বন্দেগির পথে। তিনি তাদেরকে নিষেধ করলেন অশ্লীল, নিন্দনীয় ও সর্বপ্রকার হারাম কাজ থেকে। কিন্তু তারা আঁকড়ে ধরল তাদের গোমরাহি আর সীমালঙ্ঘনকেই। অবিচল হয়ে রইল তাদের পঙ্কিলতা ও কুফরির ওপর। ফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে এমন এক শাস্তির মুখোমুখি দাঁড় করালেন- যা থেকে নিষ্কৃতির কোনো উপায় ছিল না। তাদের এই অশুভ পরিণতি পৃথিবীর পরবর্তী মানুষের জন্য শিক্ষাগ্রহণের উদাহরণ হয়ে থাকল।

নবি লুত আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথে ডাকতে লাগলেন এবং তাদেরকে সার্বিক পাপাচার ও প্রত্যেক প্রকারের অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসার আহ্বান করলেন। কিন্তু তারা নবির আহ্বানে সাড়াও দিলো না, পাপারচার থেকে বিরতও থাকল না। এমনকি একজন মানুষও পাওয়া গেল না, যে নবি লুত আলাইহিস সালামের উপদেশ গ্রহণ করবে, তার নিষেধ করা কাজকর্ম থেকে ফিরে আসবে। তারা তাদের পঙ্কিলতায় ডুবেই থাকল; এমনকি কেউ নিজেদের কাজকর্ম ও গোমরাহি নিয়ে ভাবলও না। উল্টো

ফন্দি ফিকির করতে লাগল কীভাবে নবি লুত আলাইহিস সালামকে এলাকা ছাড়া করা যায়। তারা নবি লুত আলাইহিস সালামের সততা নিয়ে প্রচণ্ড রকমের মশকরা করতে শুরু করল। বলল, লুত নামের এই ভালো মানুষটাকে তোমাদের এলাকা হতে তাড়িয়ে দাও।

এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার নবি এবং নবী পরিবারকে হিফাজত করলেন কেবল তার স্ত্রী ব্যতীত। কারণ, সে ছিল আরেক পরিবার পর্যায়ের কপালপোড়া নারী। আল্লাহ নবি পরিবারকে এই অসভ্য জনপদ থেকে বের করে নিলেন খুব চমৎকার ও উত্তম তরিকায়। আর তাদেরকে তাদের মহল্লাতেই ছেড়ে দিলেন চিরদিনের জন্য। কিন্তু এটি ছিল এমন এক পর্যায়ের ছেড়ে দেওয়া- যা কোনো কালে কোনো মানুষের কাম্য নয়।

খোদায়ি গজবে নিপতিত এই জনপদটি সহসাই মৃত্যপুরিতে পরিণত হয়ে যায়। আসমানি আজাবে মরে যাওয়া মানুষগুলোর গলিত শরীরের দুর্গন্ধে ভারি হয়ে ওঠে জনপদের আকাশ-বাতাস। এ ছিল তাদের সেইসব পঙ্কিলতার পরিণতি- যা তারা দাম্ভিকতার সাথে করত। সেটি ছিল এমন এক পাপাচার (সমকামিতা) যা পৃথিবীতে এর আগে কোনো মানুষ করেনি। ফলে তাদের পরিণতিটাও হয়েছে আলাদা রকমের। গোটা মানবজাতির জন্য এটি একটি শিক্ষাও বটে।

সমকামিতা ছাড়াও তারা আরও যে পাপগুলো অহরহ করত এবং এগুলোর প্রতি কোনো রকম অপরাধবোধ জাগত না; তা হলো, ডাকাতি, সজনদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা, অপকর্মের প্রতি খোলামেলা আহ্বান, মজলিসে সশব্দে বায়ুত্যাগ এবং কথা কাজ ও চিন্তায় সর্বপ্রকার অন্যায় অশালীনতা। ফলে কোথাও বড় বড় অন্যায়-অপকর্মের প্রকাশ পেলেও কেউ সেগুলোর প্রতি কোনো রকম ভ্রুক্ষেপ করত না। এরচেয়েও খারাপ দিক হলো, এরা কেউ কারও কোনো রকম উপদেশ মানত না। তারা পরিণত হয়ে পড়েছিল পশুতে। ক্ষেত্রবিশেষ পশু থেকেও খারাপ হয়ে পড়েছিল তাদের আচরণ। মনমানসিকতা এতটাই উদাসীন হয়ে পড়েছিল যে, তারা না ভাবত বর্তমান নিয়ে, না অনুশোচনা করত অতীত নিয়ে; আর না

ভয় করত ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে। এমনকি নবি লুত আলাইহিস সালাম যখন তাদেরকে অন্যায় অশালীনতা আর অসভ্য ক্রিয়াকর্মের জন্য পরকালের শাস্তির ভয় দেখাতেন তারা উপহাস করে সেই আজাবকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। তারা নবিকে চ্যালেঞ্জ করে বলে-

انتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين .

সত্যই যদি পাপের জন্য কোনো আজাব থেকে থাকে, তাহলে সেটা এখনই নিয়ে এসো গিয়ে। এসব ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের দ্বারা মূলত এরা নিজেরাই নিজেদের ভয়ঙ্কর পরিণতিকে আহ্বান করে চলেছিল। এমন বেসামাল পরিস্থিতিতে নবি দ্রুত আলাইহিস সালাম দরবারে ইলাহিতে আহ্বান করলেন তার রব যেন তাকে সহায্য করেন। ফলে তাদের ঔদ্ধত্য নবি আলাইহিস সালামের গাইরতে লাগল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলারও গাইরতে লাগল। তিনি নবির রাগে রাগান্বিত হয়ে ওঠেন এবং নবির দুআ কবুল করে আজাবের ফিরিশতাকে জমিনে প্রেরণ করেন।

নবী হজরত লুত আলাইহিস সালাম এর কাহিনি একটি ইবরতপূর্ণ নাসিহা- যারা পরকালের শাস্তিকে ভয় করে, না দেখে আল্লাহকে ভয় করে এবং ভয় করে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার ফলে আত্মপ্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকে; সুতরাং একজন সুস্থ বিবেক ও রুচিবোধ-সম্পন্ন মানুষের উচিত হলো আল্লাহকে ভয় করা। তার হুকুম-আহকাম মেনে জীবন পরিচালনা করা। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক

বাতলানো পথনির্দেশিকা মেনে হালাল ও বৈধপন্থায় স্ত্রীদের কাছে থাকা। অভিশপ্ত শয়তানের অনুকরণ থেকে বেঁচে থাকা। অন্যথায় কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলে তাকেও সে পরিণতিই ভোগ করতে হবে- যার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

ٍوَ مَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِينَ بِبَعِيد .

আর তা জালিমদের থেকে দূরে নয়। [সুরা হুদ, আয়াত: ৮৩]

হজরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবন ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম সুন্দর ও শিক্ষণীয় একটি অধ্যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর জীবনকে কুরআনে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, বিশেষত সূরা ইউসুফে। এটি একটি গল্প, যা ধৈর্য, তাওহীদ, ক্ষমাশীলতা এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মহান উদাহরণ। নিচে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের বিস্তারিত বিবরণ ধাপে ধাপে তুলে ধরা হলো:

জন্ম ও পরিবার

জন্ম: হযরত ইউসুফ (আ.) নবী হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র। তাঁর মাতা ছিলেন ইয়াকুব (আ.)-এর অন্যতম প্রিয় স্ত্রী।

পরিবার:

ইউসুফ (আ.)-এর ১১ জন ভাই ছিল।

তাঁর ছোট ভাই বেনইয়ামিন (বিন্যামিন) ছিলেন তাঁর আপন ভাই।

তাঁর ১০ সৎ ভাই তাঁকে ঈর্ষা করত কারণ তাঁদের পিতা ইয়াকুব (আ.) ইউসুফ (আ.)-কে বেশি ভালোবাসতেন।

স্বপ্ন এবং ভাইদের ষড়যন্ত্র

একদিন ইউসুফ (আ.) স্বপ্ন দেখেন যে ১১টি তারা, সূর্য এবং চাঁদ তাঁকে সিজদা করছে।

তিনি তাঁর এই স্বপ্ন পিতাকে বলেন। ইয়াকুব (আ.) তাঁকে পরামর্শ দেন যে, এই স্বপ্ন তাঁর ভাইদের না জানাতে।

তাঁর সৎ ভাইরা ঈর্ষার বশে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে।

পরে তারা সিদ্ধান্ত নেয় তাঁকে একটি কূয়ায় ফেলে দেবে।

কূয়ায় ফেলা এবং মিসরে যাত্রা

ভাইরা তাঁকে একদিন ভ্রমণের অজুহাতে নিয়ে যায় এবং একটি গভীর কূয়ায় ফেলে দেয়।

পরে তাঁরা পিতাকে মিথ্যা বলে যে একটি নেকড়ে তাঁকে খেয়ে ফেলেছে।

একটি বণিক দল কূয়ার কাছে এসে তাঁকে উদ্ধার করে এবং মিসরে নিয়ে গিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়।

মিসরে দাসত্ব ও জুলেখার ঘটনা

ইউসুফ (আ.) মিসরের এক প্রধান কর্মকর্তা (আযীজ)-এর বাড়িতে দাস হিসেবে কাজ করতে থাকেন।

আযীজের স্ত্রী জুলেখা ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে পাপের দিকে আহ্বান করেন।

ইউসুফ (আ.) আল্লাহর ভয়ে সেই পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করেন।

জুলেখা মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

কারাগারের জীবন এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যা

কারাগারে ইউসুফ (আ.) দুই বন্দির স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন।

এক বন্দি মুক্তি পেয়ে মিসরের রাজাকে ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন ব্যাখ্যার ক্ষমতার কথা জানায়।

মিসরের রাজা স্বপ্ন দেখেন সাতটি শুকনো গরু সাতটি মোটা গরুকে খাচ্ছে এবং সাতটি শুকনো শস্য সাতটি সবুজ শস্যকে গ্রাস করছে।

ইউসুফ (আ.) সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন যে, দেশে সাত বছর ভালো ফসল হবে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে।

রাজকীয় দায়িত্ব ও সম্মান

ইউসুফ (আ.)-এর জ্ঞান এবং সততার কারণে মিসরের রাজা তাঁকে রাষ্ট্রের খাদ্য বিভাগের প্রধান নিয়োগ করেন।

তিনি দুর্ভিক্ষের সময় দেশের জন্য খাদ্য মজুদ করার ব্যবস্থাপনা করেন।

ভাইদের সঙ্গে পুনর্মিলন

দুর্ভিক্ষের সময় ইউসুফ (আ.)-এর ভাইরা মিসরে খাদ্য সংগ্রহ করতে আসে।

প্রথমে তাঁরা ইউসুফ (আ.)-কে চিনতে পারেনি, কিন্তু পরে ইউসুফ (আ.) নিজ পরিচয় প্রকাশ করেন।

তিনি তাঁদের ভুল ক্ষমা করে দেন এবং পুরো পরিবারকে মিসরে নিয়ে আসেন।

স্বপ্ন পূরণ

ইউসুফ (আ.)-এর শৈশবের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় যখন তাঁর পিতা, মাতা এবং ভাইরা তাঁর সামনে সিজদা করেন।

এই সিজদা ছিল সম্মানের প্রকাশ, যা সে সময় অনুমোদিত ছিল।

তিনি বলেন, এটি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর প্রতি পিতার দোয়ার ফল।

ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের শিক্ষা

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের শিক্ষা কুরআনে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলো হলো:

১) ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল: প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখা।

২) ঈর্ষার ফল: ঈর্ষা মানুষকে অন্যায় করতে প্ররোচিত করে।

৩) ক্ষমাশীলতা: ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের ক্ষমা করে উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

৪) পরিশ্রম ও সততা: সততা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব।

৫) পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতা: দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য সংরক্ষণ করে জনগণকে রক্ষা করার দৃষ্টান্ত।

সূরা ইউসুফ সম্পর্কে

সূরা নম্বর: ১২

আয়াত সংখ্যা: ১১১

এই সূরায় ইউসুফ (আ.)-এর জীবনকে "আহসানুল কাসাস" (সুন্দরতম গল্প) বলা হয়েছে।

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম

মূসা (আলাইহিস সালাম) ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নবী, যাঁকে কুরআনে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর জীবন তাওহীদের প্রচার, দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের এক অনন্য উদাহরণ। নিচে তাঁর জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো:

জন্ম ও শৈশব

মূসা (আ.)-এর জন্ম মিশরে, বনি ইসরাইল বংশে। সে সময় ফেরাউন (মিশরের অত্যাচারী শাসক) একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুনে বনি ইসরাইলের পুত্রসন্তানদের হত্যা করার আদেশ দেন।

আল্লাহর নির্দেশে মূসার মা তাঁকে একটি বাক্সে রেখে নীল নদে ভাসিয়ে দেন।

ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বাক্সটি পান এবং মূসাকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন।

আল্লাহর পরিকল্পনায় মূসা (আ.)-এর মা ফেরাউনের প্রাসাদে দুধপান করানোর দায়িত্ব পান, যা তাঁকে তাঁর মায়ের সান্নিধ্যে রাখে।

কুরআনের বর্ণনা:
"আমরা তোমার মায়ের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলাম, তাকে দুধ পান করাও। আর যদি তার জন্য বিপদ আশঙ্কা কর, তাহলে তাকে নদীতে রেখে দাও।"
(সুরা কাসাস: ৭)

ফেরাউনের প্রাসাদে জীবন ও মাদইয়ানে গমন

মূসা (আ.) ফেরাউনের প্রাসাদে বড় হন। একদিন তিনি ভুলক্রমে একজন মিশরীয়কে হত্যা করেন। এই ঘটনার পর তিনি মিশর ছেড়ে মাদইয়ান নামক স্থানে চলে যান।

মাদইয়ানে তিনি শুআইব (আলাইহিস সালাম)-এর কন্যাকে বিয়ে করেন এবং কয়েক বছর সেখানে থাকেন।

পরে আল্লাহর নির্দেশে তিনি মিশরে ফেরার পথে তূর পর্বতে নবুওয়াত লাভ করেন।

নবুওয়াত লাভের ঘটনা:
মূসা (আ.) তূর পর্বতে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়। তাঁকে দুটি মুজিজা প্রদান করা হয়:

১. লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া।

২. হাতের উজ্জ্বল আলোক বিচ্ছুরণ।

আদেশ:
আল্লাহ তাঁকে ফেরাউনের কাছে পাঠান বনি ইসরাইলকে মুক্তি দিতে বলার জন্য।

ফেরাউনের দরবারে আহ্বান

মূসা (আ.) তাঁর ভাই হারুন (আ.)-কে সঙ্গে নিয়ে ফেরাউনের কাছে যান এবং এক আল্লাহর উপাসনার আহ্বান জানান।

ফেরাউন এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন এবং মূসা (আ.)-এর মুজিজাগুলোকে জাদু বলে দাবি করেন।

ফেরাউন তাঁর জাদুকরদের সঙ্গে মূসা (আ.)-এর প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন।

জাদুকরদের পরাজয়:
মূসা (আ.)-এর লাঠি সাপ হয়ে জাদুকরদের তৈরি করা মিথ্যা সাপগুলো গিলে ফেলে।
জাদুকররা তখন মূসা (আ.)-এর সত্যতাকে মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।
ফেরাউন এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের শাস্তি দেন।

বনি ইসরাইলের মুক্তি ও লাল সাগর পার হওয়া

মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশে বনি ইসরাইলকে মিশর থেকে বের করে নিয়ে যান। ফেরাউন তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁদের ধাওয়া করেন।

মূসা (আ.)-এর লাঠির আঘাতে লাল সাগর দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, এবং বনি ইসরাইল নিরাপদে পার হয়ে যায়।

ফেরাউন ও তাঁর সেনাবাহিনী সাগরে ডুবে যায়।

কুরআনের বর্ণনা:
"তখন আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্র আঘাত কর। তখন তা দ্বিখণ্ডিত হলো এবং প্রতিটি অংশ বিরাট পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।"
(সুরা আশ-শুআরা: ৬৩)

তাওরাত লাভ ও বনি ইসরাইলের অবাধ্যতা

মূসা (আ.) তূর পর্বতে গিয়ে তাওরাত লাভ করেন, যা বনি ইসরাইলের জন্য আল্লাহর বিধান।

মূসা (আ.)-এর অনুপস্থিতিতে বনি ইসরাইল সোনার গরুর মূর্তি তৈরি করে এবং সেটির পূজা করতে থাকে।

মূসা (আ.) ফিরে এসে তাদের তিরস্কার করেন এবং সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন।

বনি ইসরাইলের বিভিন্ন অবাধ্যতা

বনি ইসরাইল বারবার আল্লাহর আদেশ অমান্য করে। উদাহরণস্বরূপ:

তাঁরা মন্না ও সালওয়ার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখায়।

ফিলিস্তিন দখলের আদেশ অমান্য করে।

আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে ব্যর্থ হয়।

মৃত্যু

মূসা (আ.) দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং বনি ইসরাইলকে পরিচালনা করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বনি ইসরাইলকে পবিত্র ভূমি (ফিলিস্তিন) প্রবেশের নির্দেশ দেন।

মূসা (আ.)-এর মৃত্যুর স্থান সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে কুরআন ও হাদিসে তাঁর মৃত্যুর ঘটনাকে ঈমানদারদের জন্য শিক্ষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মূসা (আ.)-এর শিক্ষাঃ

মূসা (আ.)-এর জীবন থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই:

১) আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা।

২) অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

৩) ধৈর্য ও ধৃতব্যতা বজায় রাখা।

৪) আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁর বিধান মেনে চলা।

কুরআনে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সর্বাধিক বর্ণিত হয়েছে।।

হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম

তিনি দাউদ ইবনু ইশা ইবনু আবিদ ইবনু আবির ইবনু সালমুন ইবনু নাহশুন ইবনু আবিদাদির ইবনু ইরাম ইবনু হাসিরুন ইবনু ফারিস ইবনু য়াহুজা ইবনু ইয়াকুৰ ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম। হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহর বান্দা, তাঁর নবি ও বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় তাঁর খলিফা।

আলাইহিস সালামের প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁকে ভালোবাসতে থাকে এবং তাঁকে শাসকরূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে থাকে। ফলে তালুত যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, একটু আগেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের উপর ন্যস্ত হয়।

আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে বাদশাহি ও নবুওয়াত তথা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ একত্রিত করে দেন। ইতিপূর্বে বাদশাহি ছিল বনি ইসরাইলের এক শাখার হাতে আর নবুওয়াত ছিল অন্য আর এক শাখার মধ্যে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এখন উভয়টিই হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের মধ্যে একত্রিত করে দিলেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ

عَلَى الْعَالَمِينَ .

দাউদ জালুতকে হত্যা করল, আল্লাহ তাঁকে রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন আর যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাঁকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৫১।

হজরত দাউদ আলাইহিস সালামকে লৌহকর্ম শিক্ষা দানঃ

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা হজরত দাউদ আলাইহিস সালামকে লোহা দ্বারা বর্ম তৈরি করতে সাহায্য করেন এবং তাঁকে তা তৈরি করার নিয়ম-পদ্ধতিও শিক্ষা দেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وقدز في الشرد 'আর বুনন কাজে পরিমাণ রক্ষা করো।' অর্থাৎ, বুননটা এত সূক্ষ্ম হবে না যাতে ফাঁক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর এতটা মোটাও হবে না যাতে ভেঙ্গে যেতে পারে। ২৫। মুজাহিদ, কাতাদা, হাকাম ও ইকরিমা এ তাফসিরই করেছেন।

হাসান বসরি, কাতাদা ও আমাশ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য লোহাকে এমনভাবে নরম করে দিয়েছেন, তিনি হাত দ্বারা যেমন ইচ্ছা পেঁচাতে ও ভাঁজ করতে পারতেন। এর জন্য তাঁর আগুন বা হাতুড়ির প্রয়োজন হতো না। কাতাদা বলেন, হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম-ই প্রথম মানুষ, যিনি মাপজোক মতো আংটা ব্যবহার করে লৌহবর্ম নির্মাণ করেন। এর আগে লোহার পাত দ্বারা বর্মের কাজ চালানো হত।

ইবনু শাওজাব বলেন, তিনি প্রতিদিন একটি করে বর্ম তৈরি করতেন এবং ছয় হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করতেন। হাদিসে এসেছে, মানুষের পবিত্রতম খাবার হলো, যা সে নিজে উপার্জন করে। আর আল্লাহর নবি হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম নিজের হাতে উপার্জিত খাদ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন।

হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের ইবাদত-বন্দেগি:

তিনি ছিলেন ইবাদত ও অন্যান্য সৎকাজে অত্যন্ত শক্তিশালী। কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাঁকে আল্লাহ ইবাদত করতে দিয়েছিলেন শক্তি এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে দিয়েছিলেন গভীর জ্ঞান। কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে, দাউদ আলাইহিস সালাম রাতের বেলা দাঁড়িয়ে ইবাদত করতেন এবং বছরের অর্ধেক সময় রোজা রাখতেন।

হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের দরাজ কণ্ঠ ও সুর মাধুর্যঃ

হজরত দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা এমন দরাজ কণ্ঠ ও সুরে মাধুর্য দান করেছিলেন, যা পৃথিবীর অন্য কাউকে দান করেননি। তিনি যখন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ যাবুর কিতাব সুর দিয়ে পাঠ করতেন, তখন আকাশে উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল সুরের মূর্ছনায় থমকে দাঁড়াত এবং দাউদের সুরের সাথে সুর মিলিয়ে আবৃত্তি করত ও তাঁর সাথে তাসবিহ পাঠ করত। এভাবেই তিনি সকাল-সন্ধ্যায় যখন তাসবিহ পাঠ করতেন, তখন পাহাড়-পর্বতও তাঁর সাথে তাসবিহ পাঠে শরিক হত।

আওযায়ি বলেছেন, হজরত দাউদ আলাইহিস সালামকে এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছিল যেমনটি আর কাউকে দান করা হয়নি। তিনি যখন আল্লাহর কিতাব পাঠ করতেন, তখন আকাশের পাখি ও বনের পশু তাঁর চার পাশে জড়ো হয়ে যেত। এমনকি প্রচণ্ড ক্ষুধায় ও তীব্র পিপাসায় তারা সে স্থানে মারা যেত, কিন্তু নড়াচড়া করত না। শুধু এরাই নয়, নদীর পানির প্রবাহ পর্যন্ত থেমে যেত।

হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের রাজত্ব

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ .

আমি তাঁর রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফায়সালাকারী বাগ্মিতা। [সুরা সোয়াদ, আয়াত: ২০]

অর্থাৎ, তাঁকে আমি দিয়েছিলাম বিশাল রাজত্ব ও কার্যকর শাসন কৌশল। ইবনু জারির ও ইবনু আবি হাতিম হজরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, এক গাভী সংক্রান্ত বিচারে দু'ব্যক্তি দাউদ আলাইহিস সালামের শরণাপন্ন হয়। এদের একজন অপর জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, সে তার গাভী জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু বিবাদী অভিযোগ অস্বীকার করল। হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম তাদের ফায়সালা রাত পর্যন্ত স্থগিত রাখলেন। আল্লাহ ওই রাতে ওহির মাধ্যমে নবিকে নির্দেশ দিলেন, বাদীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। সকাল হলে নবি বাদীকে ডেকে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দেন এবং বলেন, আমি অবশ্যই তোমার উপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করব। এখন বল, তোমার দাবির মূলে আসল ঘটনা কী?

বাদী বলল, হে আল্লাহর নবি, আমি কসম করে বলছি, আমার দাবি যথার্থ। তবে এ ঘটনার পূর্বে আমি বিবাদীর পিতাকে হত্যা করেছিলাম। তখন হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার নির্দেশ দেন এবং সাথে সাথে তা কার্যকর হয়। এ ঘটনার পর বনি ইসরাইলের মধ্যে দাউদ আলাইহিস সালামের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়।

হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের ইনতিকাল

হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের ইনতিকাল সম্পর্কে ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দাউদ আলাইহিস সালাম ছিলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। যখন তিনি বাইরে যেতেন তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে যেতেন, যাতে তিনি ফিরে আসা পর্যন্ত অন্য কেউ তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। এভাবে একদিন তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। এ সময় তাঁর স্ত্রী উঁকি দিয়ে দেখলেন, একজন পুরুষ লোক ঘরের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কে?

তালাবদ্ধ ঘরে কীভাবে প্রবেশ করল? কসম আল্লাহর, নবি দাউদ আলাইহিস সালামের কাছে আমরা লজ্জায় পড়ব। এমনি সময় দাউদ আলাইহিস সালাম ফিরে এলেন এবং দেখলেন ঘরের মধ্যখানে একজন পুরুষ লোক দাঁড়িয়ে আছে। দাউদ আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? লোকটি বলল, আমি সেইজন, যে কোনো রাজা-বাদশাহকে তোয়াক্কা করে না এবং কোনো আড়ালই তাকে আটকাতে পারে না।

হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহর কসম! তাহলে আপনি নিশ্চয় মালাকুল মাওত? আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য আপনাকে স্বাগতম, এর অল্পক্ষণ পরই তাঁর রুহ কবজ করা হলো। অতঃপর তাঁকে গোসল দেওয়া হলো ও কাফন পরানো হলো। ইতিমধ্যে সূর্য উদিত হল। তখন সুলাইমান আলাইহিস সালাম পাখিদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা দাউদ আলাইহিস সালামের উপর ছায়া করে রাখ। পাখিরা তাই করল। সন্ধ্যা হলে হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম পাখিদেরকে বললেন, তোমরা এখন পাখা সংকুচিত করে নাও।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পাখিরা কীভাবে তাদের পাখা মেলেছিল এবং কীভাবে বন্ধ করেছিল, তা তিনি নিজের হাত দিয়ে আমাদেরকে দেখাতে লাগলেন। দাউদ আলাইহিস সালামের উপর ওই দিন ছায়া দানে দীর্ঘ ডানা বিশিষ্ট বাজ পাখির ভূমিকাই প্রধান ছিলো।

হজরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জীবনীর বিস্তারিত বিবরণ

ঈসা (আলাইহিস সালাম) ইসলামের চতুর্থ মহান রাসূল। তাঁকে বনী ইসরাইলের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঁর জীবনের প্রতিটি দিকই আল্লাহর অসীম শক্তি ও প্রজ্ঞার

পরিচায়ক। তিনি অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং অসংখ্য মুজিজার অধিকারী ছিলেন। ইসলামের দৃষ্টিতে, ঈসা (আ.) ছিলেন আল্লাহর একজন নবী ও তাঁর বান্দা।

জন্ম ও শৈশব

অলৌকিক জন্ম:

ঈসা (আ.)-এর জন্ম হয়েছিল একজন পবিত্র নারী মরিয়ম (আলাইহাস সালাম)-এর গর্ভে, যা ছিল অলৌকিক।

কোনো পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই আল্লাহর আদেশে জিবরাইল (আ.) মরিয়মকে তাঁর পুত্রের জন্মের সুসংবাদ দেন।

মরিয়ম (আ.) অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, "কীভাবে আমার সন্তান হবে, আমি তো কোনো পুরুষকে স্পর্শ করিনি?"
আল্লাহর জবাব ছিল:
"এটাই আল্লাহর সিদ্ধান্ত। যখন তিনি কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তিনি শুধু বলেন ‘হও’, তখনই তা হয়ে যায়।" (সুরা আলে ইমরান: ৪৭)

জন্মস্থল:
ঈসা (আ.)-এর জন্ম ফিলিস্তিনের বেথলেহেম শহরে। জন্মের পরই তিনি আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে কথা বলেন এবং তাঁর মাকে নির্দোষ প্রমাণ করেন।

শৈশবের মুজিজা:
কুরআনে বর্ণিত আছে যে নবজাতক ঈসা (আ.) বলেছিলেন:
"আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।"
(সুরা মারইয়াম: ৩০)

নবুওয়াত ও বার্তা

ঈসা (আ.) ৩০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন।

আল্লাহ তাঁকে ইঞ্জিল (গসপেল) নামে একটি ঐশী কিতাব প্রদান করেন, যা ছিল বনী ইসরাইলের জন্য হেদায়াত।

তাঁর বার্তা ছিল তাওহীদের প্রচার এবং বনী ইসরাইলের নৈতিক ও ধর্মীয় শুদ্ধি।

তাঁর বার্তার মূল বিষয়:

১) এক আল্লাহর উপাসনা।

২) অহংকার ও পাপ থেকে মুক্তি।

৩) আত্মিক ও সামাজিক শুদ্ধি।

অলৌকিক ক্ষমতা

আল্লাহ ঈসা (আ.)-কে বিভিন্ন মুজিজা দান করেন, যা তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ।

মাটির পাখি তৈরি করে তাতে ফুঁক দিয়ে প্রাণ দান করা।

জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীদের সুস্থ করা।

মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা।

গোপন কথা প্রকাশ করা।

কুরআনের বর্ণনা:
"আমি ঈসাকে প্রেরণ করেছিলাম বনী ইসরাইলের কাছে নিদর্শনসহ। তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি।" (সুরা আলে ইমরান: ৪৯)

বনী ইসরাইলের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র

ঈসা (আ.)-এর দাওয়াত অনেকেই গ্রহণ করেনি।

ইহুদি ধর্মযাজকরা এবং শাসকরা তাঁর বার্তার বিরোধিতা করেন।

তাঁরা ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে।

কুরআনের বর্ণনা:
"তারা ষড়যন্ত্র করেছিল, আর আল্লাহও তাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করেছিলেন। আর আল্লাহই সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী।" (সুরা আলে ইমরান: ৫৪)

ঈসা (আ.)-এর ক্রুশবিদ্ধ না হওয়া

ইসলামের দৃষ্টিতে, ঈসা (আ.)-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি।

আল্লাহ তাঁকে আসমানে তুলে নেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ব্যক্তিকে তাঁদের কাছে ঈসার মতো করে দেখান।

কুরআনের বর্ণনা:
"তারা তাঁকে হত্যা করেনি বা ক্রুশবিদ্ধ করেনি বরং তাঁদের কাছে তাঁর মতো করে প্রতীয়মান করা হয়েছিল।" (সুরা আন-নিসা: ১৫৭)

কিয়ামতের আগে পুনরাগমন

ইসলামের বিশ্বাস অনুযায়ী, ঈসা (আ.) আসমানে জীবিত আছেন এবং কিয়ামতের আগে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন।

তিনি দাজ্জালকে পরাজিত করবেন।

পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন।

তিনি ইসলাম ধর্মের অনুসারী হিসেবে জীবনযাপন করবেন এবং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন।

শিক্ষণীয় দিক

ঈসা (আ.)-এর জীবন থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই:

১) আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা।

২)অহংকার ও পাপ থেকে মুক্ত থাকা।

৩)ধৈর্য ও ন্যায়পরায়ণতা চর্চা করা।

৪)মানবতার কল্যাণে কাজ করা।

হজরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন (সীরাত) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। নিচে রাসূল (সা.)-এর জীবনের বিস্তারিত বিবরণ ধাপে ধাপে তুলে ধরা হলো:

জন্ম ও পরিবার

জন্ম: রাসূল (সা.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

রাসুল সা.-এর জন্ম ও দুগ্ধপান

ইবনু ইসহাক বলেন, বাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হস্তীবাহিনীর ঘটনার বছর **১২** রবিউল আউয়াল, সোমবার, জন্মগ্রহণ করেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মা তাকে প্রসব করার পর দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। তিনি এসে যেন তার নাতিকে দেখে যান। আবদুল মুত্তালিব নাতিকে দেখতে আসেন। এ সময় আমিনা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গর্ভধারণ- কালে যেসব বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেগুলো আবদুল মুত্তালিবকে জানান। তাকে এই সন্তানের ব্যাপারে যেসব কথা বলা হয়েছে এবং যেই নাম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সবকিছু খুলে বলেন।

অতঃপর আবদুল মুত্তালিব সদ্যপ্রসূত শিশুকে নিয়ে কাবাঘরে প্রবেশ করেন। আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন। এ মহান নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। এরপর নাতিকে নিয়ে বের হয়ে আসেন এবং মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ধাত্রীর সন্ধান করা হয়। বনু সাদ ইবনু বকরের হালিমা বিনতু আবি জুওয়াইব নামক একজন মহিলাকে তাঁকে দুগ্ধপান করানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

পরিবার:

পিতা: আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

মাতা: আমিনা বিনতে ওহাব।

দাদা: আবদুল মুত্তালিব (মক্কার সম্মানিত নেতা)।

চাচা: আবু তালিব।

তিনি জন্মের আগেই তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন এবং ছয় বছর বয়সে মাতা আমিনা মারা যান। আট বছর বয়সে দাদাও ইন্তেকাল করেন। এরপর চাচা আবু তালিব তাঁকে লালনপালন করেন।

পিতা আবদুল্লাহ ও আবু তালিব, একই পিতামাতার সন্তান ছিলেন।

-

আবু তালিব ও রাসুল সা.-এর পাদরি বাহিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ

আবু তালিব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সঙ্গে নিয়ে শামগামী ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে রওনা হন। শামের বুসরা নামক স্থানে কাফেলা বিরতি নেয়। এখানে তাজায় বাহিরা নামক একজন পাদবি ছিলেন। তিনি খ্রিষ্টধর্মের পণ্ডিত ছিলেন। এ গির্জাটিতে দীর্ঘদিন যাবৎ ধারাবাহিকভাবে কোনো না কোনো পাদরি অবস্থান করতেন। যুগ যুগ ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তাদের সকল ইলমি মিরাস বাহিবার নিকট জমা হয়েছিল।

আবু তালিব ও অন্য ব্যবসায়ীরা বহুবার এ পথ দিয়ে শাম গমন করেছেন। এখানে গির্জার সামনে অবতরণ করেছেন। তবে এবারের পূর্বে পাদরি বাহিরা কখনোই তাদের সঙ্গে তেমন কোনো মোয়ামেলা করেননি। এবার তাদের কাফেলা গির্জার কাছে অবতরণ করলে পাদরি

তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করেন। ধারণা করা হয়, এর কারণ হলো, তিনি গির্জায় থাকাকালীন এ কাফেলার মাঝে বিশেষ কিছু দেখেছিলেন। তিনি গির্জা থেকেই দেখেছিলেন যে, কাফেলার সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে আসছেন আর আকাশের মেঘ তাঁকে ছায়া দিয়ে চলছে।

তারা এগিয়ে এসে গির্জার কাছে একটি গাছের ছায়ায় অবস্থান গ্রহণ করেন। এ সময় গাছের ডালপালা ঝুঁকে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ছায়া দিচ্ছিল। এমন অলৌকিক ঘটনা দেখে পাদরি বাহিরা তার গির্জা থেকে বেরিয়ে আসেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, সবকিছু দেখে পাদরি তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে গেলেন। তাকে বললেন, এ বালক আপনার কী হয়?

আবু তালিব বললেন, আমার সন্তান।

পাদরি বললেন, সে তো আপনার সন্তান নয়। এ সন্তানের পিতা তো জীবিত থাকার কথা নয়।

আবু তালিব বললেন, সে আমার ভাতিজা।

পাদরি জানতে চাইলেন, তাঁর পিতার কী হয়েছে?

আবু তালিব উত্তর দিলেন, সে মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থাতেই তাঁর পিতা মারা গেছেন।

পাদরি বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আপনার ভাতিজাকে নিয়ে দেশে চলে যান। তাঁকে ইহুদিদের থেকে সাবধানে রাখুন। ইহুদিরা তাঁকে দেখলে তাঁর সেই বিষয়গুলো চিনে যাবে, যা আমি চিনেছি। তারা এ বালকের ক্ষতি করতে চাইবে। কেননা, আপনার ভাতিজা ভবিষ্যতে মহান কিছু হতে চলেছেন। তাঁকে দ্রুত দেশে নিয়ে যান।

চাচা আবু তালিব তাঁকে নিয়ে দ্রুত বের হয়ে যান। শামের ব্যবসা থেকে অবসর হয়েই তিনি বাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেশে পাঠিয়ে দেন।

শৈশব ও সততা

রাসূল (সা.) শৈশব থেকেই বিনয়ী, ধৈর্যশীল এবং সততার জন্য পরিচিত ছিলেন।

তিনি দুধমাতা হালিমা সাদিয়ার কাছে শৈশবের প্রথম কয়েক বছর কাটান।

সমাজের সবাই তাঁকে "আল-আমিন" (বিশ্বাসযোগ্য) এবং "আস-সাদিক" (সত্যবাদী) বলে ডাকত।

যৌবন ও বিবাহ

তিনি বাণিজ্যিক জীবনে অসাধারণ দক্ষতা দেখান এবং খাদিজা (রা.)-এর বাণিজ্য পরিচালনা করেন।

২৫ বছর বয়সে তিনি খাদিজা (রা.)-কে বিবাহ করেন। খাদিজা (রা.) ছিলেন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, এবং তিনি রাসূল (সা.)-এর প্রতি সর্বদা আস্থা ও সমর্থন প্রদান করেন।

এই দাম্পত্য জীবনে তাঁদের চারটি কন্যা ও দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথম ওহি ও নবুওয়াত

রাসূল (সা.) ৪০ বছর বয়সে মক্কার কাছে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাকালীন প্রথম ওহি লাভ করেন।

আল্লাহ তা'আলা জিব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁকে প্রথম নির্দেশ দেন: "ইকরা" (পড়ুন) - সূরা আলাকের প্রথম আয়াত।

প্রথমে তিনি ভীত হন, কিন্তু খাদিজা (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং পরে ওয়ারাকা ইবনে নওফালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

তিনি আল্লাহর নবী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মানুষকে তাওহীদের (এক আল্লাহর ইবাদত) দাওয়াত দিতে শুরু করেন।

ইসলামের প্রচার ও প্রতিবন্ধকতা

প্রথমে ইসলাম গোপনে প্রচার করা হয়। তাঁর নিকট আত্মীয় ও বন্ধুরা প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন, যেমন:

খাদিজা (রা.), আবু বকর (রা.), আলি (রা.), এবং জায়েদ (রা.)।

তিন বছর পর প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু করলে কুরাইশরা কঠোর বিরোধিতা শুরু করে।

মুসলমানরা অত্যাচারিত হয়, বিশেষ করে দুর্বল এবং দাস শ্রেণির মানুষ।

রাসূল (সা.) সাহাবিদের ইথিওপিয়ায় (হাবশা) হিজরত করার নির্দেশ দেন।

হিজরত (মদিনায় গমন)

মক্কায় অত্যাচার চরমে পৌঁছালে আল্লাহর নির্দেশে রাসূল (সা.) এবং সাহাবিরা মদিনায় হিজরত করেন।

৬২২ খ্রিস্টাব্দে এই হিজরত ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে এবং এখান থেকেই হিজরি বর্ষপঞ্জি শুরু হয়।

মদিনায় রাসূল (সা.) ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন।

গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহ

ইসলামের প্রসারের পথে রাসূল (সা.)-কে বিভিন্ন যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে হয়:

১) বদর যুদ্ধ (৬২৪ খ্রিস্টাব্দ): প্রথম বড় বিজয়।

২) উহুদ যুদ্ধ (৬২৫ খ্রিস্টাব্দ): মুসলমানদের পরাজয়, কিন্তু তা থেকে শিক্ষা।

৩) খন্দক যুদ্ধ (৬২৭ খ্রিস্টাব্দ): প্রতিরক্ষা কৌশলে বিজয়।

৪) হুদাইবিয়া চুক্তি (৬২৮ খ্রিস্টাব্দ): শান্তিচুক্তি যা ইসলামের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫) মক্কা বিজয় (৬৩০ খ্রিস্টাব্দ): রক্তপাতহীন বিজয় এবং মক্কায় তাওহীদের প্রতিষ্ঠা।

বিদায় হজ ও বিদায়ী খুতবা

রাসূল (সা.) ১০ হিজরিতে বিদায় হজ সম্পন্ন করেন।

বিদায়ী খুতবায় তিনি মানবাধিকার, নারী অধিকার এবং ইসলামের মৌলিক নির্দেশনার ওপর জোর দেন।

তিনি বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিয়েছি।"

ইন্তেকাল

রাসূল (সা.) ৬৩ বছর বয়সে ১১ হিজরিতে (৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

তাঁর ইন্তেকালের পরও তাঁর শিক্ষা এবং দাওয়াত সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জীবনে পথপ্রদর্শক হয়ে আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (সা:) মর্যাদা এবং তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা মানবজাতির জন্য অনন্য একটি দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের জন্য শিক্ষণীয় এবং অনুসরণীয়। নিচে তাঁর মর্যাদা ও জীবনী থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরা হলো:

রাসূল সা:-এর মর্যাদাঃ

১) আল্লাহর প্রিয় নবী ও রাসূল:
রাসূল সা: আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, ইবাদত, এবং মানবতার জন্য করুণা ও ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক।

২) উত্তম চরিত্রের অধিকারী:
আল্লাহ নিজেই কুরআনে বলেছেন,

> "তুমি তো মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা আল-কলম: ৪)
রাসূল সা:-এর চরিত্র ছিল মানবতার জন্য সর্বোচ্চ মানদণ্ড।

৩) সারা বিশ্বের জন্য রহমত:
রাসূল সা: সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে:

> "আমি তো আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।" (সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭)

৪) মহান আদর্শ:
তাঁর জীবন কুরআনের বাস্তব রূপ। আল্লাহ বলেছেন,

> "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-আহযাব: ২১)

রাসূল সা:-এর জীবনী থেকে শিক্ষাঃ

১)তাওহিদের বার্তা:
রাসূল সা: আমাদের শিখিয়েছেন যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও একত্ববাদই মানব জীবনের মূল ভিত্তি।

২) ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা:
রাসূল সা: জীবনের প্রতিটি সংকটে ধৈর্য ধারণ করেছেন। তায়েফের ঘটনা, মক্কায় নির্যাতন, কিংবা ওহুদের যুদ্ধ—প্রতিটি সময় তিনি সবর ও আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখার শিক্ষা দিয়েছেন।

৩) ক্ষমা ও উদারতা:
রাসূল সা: তাঁর শত্রুদের পর্যন্ত ক্ষমা করেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি তাঁর চরম শত্রুদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

৪) মানবতার সেবা:

রাসূল সা: নিজে এতিম ছিলেন এবং এতিমদের প্রতি গভীর মমতা প্রদর্শন করতেন। তিনি গরিব, অসহায়, এবং বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা দিয়েছেন।

৫) ন্যায়বিচার:
রাসূল সা: কখনো পক্ষপাতিত্ব করেননি। সবার সঙ্গে সমান আচরণ করতেন এবং ন্যায়ের পথে দৃঢ় ছিলেন।

৬) পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব:
রাসূল সা: পরিবারে ভালোবাসা, ধৈর্য, এবং দায়িত্বশীলতার অনন্য উদাহরণ। তিনি স্ত্রী, সন্তান, ও সাহাবাদের সঙ্গে গভীর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

৭) আখলাক উন্নত করার গুরুত্ব:
রাসূল সা: বলেছেন,

> "আমি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

উপসংহার

রাসূলুল্লাহ সা: এর জীবনী আমাদের প্রতিদিনের জীবনে নৈতিকতা, মানবতা, এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পথ দেখায়। তাঁর জীবনের আলোকে আমরা যদি নিজেদের জীবন পরিচালনা করি, তাহলে ইহকাল ও পরকালের সফলতা অর্জন করতে পারবো।

(রেফারেন্স:
কাসাসুল আম্বিয়া
সিরাতে ইবনে হিশাম
মুসনাদে আহমাদ)